PANI SAMPAD BARTA

ISSN ■ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৩৩, এপ্রিল - জুন ২০১০
ISSUE 33, APRIL - JUNE 2010

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা

সমবায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ঐক্য ও সততার মাধ্যমে কল্যাণের অঙ্গীকার

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি (এলকেএসএস) লিঃ এর ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২২ মে, ২০১০ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলকেএসএস লিঃ এর সভাপতি ও এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। পাশে উপবিষ্ট আছেন (ডান থেকে) জনাব ইফতেখার আহমেদ, পরিচালক (অর্থ), এলকেএসএস ও প্রকল্প পরিচালক মিউনিসিপাল সার্ভিসেস প্রকল্প, জনাব মোঃ লোকমান হাকিম, সহ-সভাপতি, এলকেএসএস ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (বাম থেকে), জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলকেএসএস ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), এলজিইডি এবং জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ও পরিচালক এলকেএসএস।

সমবায়ের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সদস্যদের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ-এর ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২২ মে ২০১০ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ও সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ, এলকেএসএস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৫০ এর অধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত এলজিইডি'র ৭৮২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এলকেএসএস-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন জনাব মোঃ লোকমান হাকিম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও সহ-সভাপতি, এলকেএসএস। সভায় জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলকেএসএস, পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী এবং ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী এ পর্যন্ত এলকেএসএস-এর মোট ৮২,০৯,২০০/ টাকা শেয়ার বিক্রয়, ৪৫,৪৫,৭০০/ টাকা সঞ্চয় বাবদ আদায় হয়েছে। সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর ৫% মুনাফা ও শেয়ারের উপর ২৫% লভ্যাংশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সমিতির সম্পদের পরিমান ১৮,৪৬,১৭৯ টাকা। জনাব ইফতেখার আহমেদ, ২০০৮-০৯ অর্থ বৎসরের অডিট রিপোর্ট রিপোর্ট, ২০০৯-১০ সালের বাজেট পর্যালোচনা ও ২০১০-১১ সালের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করেন। সভায় জনাব মোল্লা আজিজুল হক, প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি, এলকেএসএস-এর সার্ভিস রুলস, ২০১০ পেশ করেন এবং মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি উপ-বিধির দ্বিতীয় সংশোধনী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতির ভাষণে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন যে এলকেএসএস এর কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলজিইডির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। সদস্যদের একাগ্র ইচ্ছাশক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এটি আজ একটি সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। তিনি আরও বলেন, এলকেএসএস বিভিন্ন লাভজনক বানিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠানিক ও আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে একতা ও সততার উপর ভিত্তি করে এলকেএসএস-এর যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার অগ্রযাত্রা বাধাহীনভাবে চলতে থাকবে। তিনি নতুন নতুন লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও নারী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অন্যান্য পাতায়

সম্পাদকীয়, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন, জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশন কোর্স, পাবসস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স, পাবসস সদস্যদের কৃতিত্বপূর্ণ অর্জন, ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করলো ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।

সম্পাদকীয়

পানি সম্পদ বার্তার এ সংখ্যাটি যখন আলোর মুখ দেখবে তখন দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এতদিন যাবত পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল সংবাদ, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিভিন্ন কর্মকান্ড ইত্যাদি নিয়ে পানি সম্পদ বার্তা প্রকাশিত হতো এবং তা সকল পাবসস, দেশের জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সদর দপ্তর থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে পৌছানো হতো।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পটি ২০০২-০৩ অর্থ বৎসরে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের সকল জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ উদ্যোগে সহায়তা করা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় রেখে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা। প্রকল্পটি ৩০০ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি উপ-প্রকল্পের অধীনে মোট ৭৭৮টি বিভিন্ন ধরনের হাইড্রলিক স্ট্রাকচার, ৩৬৯.৬ কি:মি: বাঁধ পূনঃনির্মাণ এবং ১,২১০ কিমি খাল পূনঃখনন করা হয়েছে। ফলে উপ-প্রকল্প এলাকায় চাষযোগ্য জমির পরিমান ও ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে ২৩৯টি উপ-প্রকল্পে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১,১৮,৯০১ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ৪,১১,৯৯১ মেঃ টন দানাদার ও ১,৪২,৭৫১ মেঃ টন অদানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এসময়ে ৭০টি উপ-প্রকল্পে মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে ১,১৬৭ মেঃ টন।

বাস্তবায়িত ৩০০টি উপ-প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রতিটি উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। এসব সমিতি তাদের সদস্যদের কাছ থেকে মোট ১৬,০৪৩,৬৬৬ টাকা শেয়ার ও ৫৭,৩৩৪,৮০০ টাকা সঞ্চয়সহ মিলে মোট ৭৩,৩৭৮,৪৬৬ টাকার মূলধন সংগ্রহ করেছে। পাবসসগুলো সংগৃহীত মূলধন তাদের দরিদ্র সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরণ করে থাকে। এ পর্যন্ত ২১০টি সমিতি মোট ১৪৩,৮৬০,২৬৯ টাকা ১৯,০৭০ জন পুরুষ ও ৯,৩৯৫ জন নারী সদস্যের মধ্যে বিতরণ করেছে।

এছাড়া, উপ-প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ হলে ১ বৎসর যৌথ পর্যবেক্ষণ শেষে অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বসহ ব্যবহারিক সুবিধা পাবসসগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৯২টি উপ-প্রকল্প পাবসসের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। পাবসসগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে মোট ১,৩৭৭,৪৯৫ টাকা সংগ্রহ করেছে এবং ১,৩৪৯,৯৬২ টাকা এই খাতে ব্যয় করেছে।

প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল প্রশিক্ষণ। পাবসস নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা, কৃষি, মৎস্য জেন্ডার ও বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে তারা উল্লিখিত কাজগুলো নিজেরাই সম্পাদন করতে পারে। এ পর্যন্ত ৩২৭,৭৫২ জন পাবসস সদস্য, প্রকল্প ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যার ফলে ৫০২,৭১৮ জনদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ছিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। গঠিত পাবসসসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে শতকরা ৩৩ ভাগ নারী সদস্যের সম্পৃক্ততা ছিল একটি পূর্বশর্ত।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা) মে ২০১০ থেকে প্রকল্প এলাকার উপজেলাসমূহের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সেক্রেটারীদের উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণের উপর ধারণা দেয়ার জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠান শুরু করেছে। উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এসকল কর্মশালায় প্রাথমিকভাবে ৩টি জেলার (নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ) সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সেক্রেটারীগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এই প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ নিজ এলাকার গিয়ে পানি সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও সম্ভাবনা নিয়ে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং এলাকার ম্যাপে তা চিহ্নিত করবেন। এছাড়া ইতোপূর্বে চিহ্নিত ও প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সেক্রেটারীগণ স্থানীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ করে সঠিক ও যথোপযুক্ত উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও মতামতের ভিত্তিতে নতুন উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব দিবেন।

প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রকল্পের পরামর্শক দলের Team Leader, JR Rinfret. পাশে উপবিষ্ট আছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, পরামর্শক এগ্রোনমিষ্ট জনাব কিউ আর ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই সকল ইউনিয়নে উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ শীর্ষক পোষ্টার লাগিয়ে প্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। ইতোমধ্যে উল্লেখিত ৩টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ৪২টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আশা করা যায় এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাধীন ইউনিয়নসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে যা কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের পাশাপাশি ভূমিহীনদের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অবহিতকরণ কোর্স

জেন্ডার ফোরাম, এলজিইডি'র কর্মপরিকল্পনা (২০০৯-১০) অনুযায়ী এলজিইডি সদর দপ্তরে কর্মরত গাড়ীচালকদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১,২,৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী জেন্ডার বিষয়ক অবহিতকরণ ৪টি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অবহিতকরণ কোর্সে গাড়ীচালকদের উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। উক্ত কোর্সে উন্নয়ন কি, উন্নয়ন কিভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়, পরিবার ও সমাজে নারী ও পুরুষের অবদান, ভূমিকা, নারী পুরুষের কাজের পার্থক্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়। নারী-পুরুষের অবদান ও ভূমিকার কারনে কিভাবে বৈষম্যমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক এবং আইনগত বৈষম্যের প্রেক্ষাপট কি, বর্তমানে বিদ্যমান বৈষম্য কিভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে ইত্যাদি ছিল অবহিতকরণ কোর্সগুলোর বিষয়বস্তু।

এছাড়া ১৪ জুন, ২০১০, একই বিষয়ে অবহিতকরণের জন্য এমএলএসএসদের ১টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কোর্সগুলোতে গাড়ীচালক ও এমএলএসএসগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কিভাবে জেন্ডার বৈষম্য দূর করে সার্বিক কাজের পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতা করতে পারে এবং তাদের ভূমিকা কিরূপ হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হয়।

আইডব্লিউআরএম ইউনিটের সহায়তায় প্রথম প্রকল্পের সমিতিগুলোর "পাবসস ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের আওতায় গঠিত পাবসসসমূহের মধ্যে যে সকল সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ নতুনভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সে সকল পাবসসের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের অংশ হিসাবে আইডব্লিউআরএম ইউনিটের সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং আইডব্লিউআরএম ইউনিটের সহায়তায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পাবসসগুলোর নবনির্বাচিত সদস্যদের জন্য এ ধরণের প্রশিক্ষণ চলমান থাকবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সমবায় অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে পাবসস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স গত ২২-২৪ মে ২০১০ এবং ২৯-৩১ মে ২০১০ তারিখে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, কুষ্টিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলাধীন রামেশ্বরপুর-কচুয়ারামপুর পাবসস লিঃ এবং বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলাধীন মির্জাপুর পাবসস লিঃ ও সিমাবাড়ী পাবসস লিঃ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলাধীন মহিষলুটি-বড়বিল পাবসস লিঃ এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা পাবসস লিঃ ও একই জেলার রাজিবপুর উপজেলাধীন নয়াচর পাবসস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পাবসস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুষ্টিয়া। পাশে উপবিষ্ট আছেন আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়ার কর্মকর্তবৃন্দ।

তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স দুটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণকে বাংলাদেশে সমবায় আইন ও বিধিমালা, উপ-আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, অফিস পরিচালনা, পূজি গঠন ও বিনিয়োগ, সাপ্তাহিক ও মাসিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, বার্ষিক সাধারণ সভা, সমিতির নির্বাচন, অডিট ইত্যাদি সমিতি পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্ক ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাদের নিজ নিজ পাবসস এর কার্যাবলী সুদক্ষভাবে পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পাবসস নেতৃবৃন্দের কৃতিত্বপূর্ণ অর্জন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিটি উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। এসকল সমিতি তাদের নিজ নিজ এলাকায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। সমিতিগুলো সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সম্পূর্ন গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যগণ ভোটের মাধ্যমে এলাকার সৎ, শিক্ষিত ও কর্মঠ ব্যাক্তিদের সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃস্থানীয় পদে নির্বাচিত করেন।

নির্বাচিত এসকল পাবসস নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ দক্ষভাবে সমিতি পরিচালনার পাশাপাশি নিজ নিজ পেশার ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তেমনই কয়েকজন পাবসস নেতার কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা এখানে প্রকাশ করা হলো। আশা করা হচ্ছে অন্যান্য সমিতির নেতৃবৃন্দ এতে উৎসাহিত হবেন।

১। জনাব মোঃ ইব্রাহিম ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন নওয়াফলি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সভাপতি। তিনি সাফল্যের সাথে পাবসস সমিতি পরিচালনা করার জন্য ৩৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে ঠাকুরগাঁও জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসাবে পুরস্কৃত হন। উল্লেখ্য, তিনি ৩৫তম জাতীয় সমবায় দিবসেও ঠাকুরগাঁও জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায়ী নির্বাচিত হন।

ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুনসী শাহাবুদ্দিন আহমেদ-এর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর পুরস্কার ও সনদ গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ ইব্রাহিম।

২। জনাব নিজাম উদ্দিন ফারুকী লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন অগ্রনী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর প্রতিষ্টাতা সভাপতি। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় অগ্রনী গন্ধব্যপুর পাবসস লিঃ দেশের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের পাবসসগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা সমিতি হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। সম্প্রতি তিনি লক্ষীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সাধারণ সভা ও নির্বাচনে সমিতির ৬ নং এলাকার পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। একই সাথে তিনি ১ বৎসরের জন্য সমিতির নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। তিনি এলাকায় একজন সমাজসেবী হিসাবে সুপরিচিত।

৩। জনাব মোঃ ইয়াহিয়া বিশ্বাস চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন দারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্পাদক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে দারিয়াপুর পাবসস লিঃ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সমিতিগুলোর মধ্যে অন্যতম সফল সমিতি হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি তিনি জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের নির্বাচনে সেক্রেটারী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে তিনি ৭ বৎসর একই সমিতির কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় পাবসসের উত্তরোত্তর উন্নতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সৌরশক্তি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করল উপ-প্রকল্পের পাবসস লিঃ

দেশের মোট জনসমষ্টির শতকরা ৪০ ভাগ যেখানে বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করতে পারে সেখানে সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারেনা। দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের কারণে সঙ্গতভাবেই সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প, বিশেষভাবে সেচ উপ-প্রকল্পের পাম্প চালানোর জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিরাজমান বিদ্যুৎ সংকটের কারনে প্রয়োজনের সময়ে পাম্প চালানো সম্ভব হয়না, ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্পের সেচ উপ-প্রকল্পগুলোতে সৌরশক্তি প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলাধীন মানুখালী উপ-প্রকল্প, বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলাধীন মাধবপাশা উপ-প্রকল্প এবং নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলাধীন বাহরাইল বিল উপ-প্রকল্পের ওএন্ডএম শেড কাম অফিসে পরীক্ষামূলকভাবে ৫০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। এর ফলে সমিতির অফিসে বৈদ্যুতিক বাল্ব, বৈদ্যুতিক পাখা, কম্পিউটার ও টেলিভিশন চালানো সম্ভব হচ্ছে। সমিতির সদস্যরা এখন সন্ধ্যায় টেলিভিশনে খবর ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখেন।

মানুখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর ওএন্ডএম শেড কাম পাবসস অফিস (বামে), অফিসের ছাদে লাগানো সোলার প্যানেলের ছবি (ডানে)।

প্রকল্পের উপ-প্রকল্পগুলোতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কিছু উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলোতে সম্ভাব্যতা যাঁচাইয়ের কাজ চলছে। এসব সৌর প্যানেলগুলো হবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এগুলো পানির পাম্প চালানো ছাড়াও এলাকার বাসাবাড়ি ও ছোটখাটো কলকারখানাতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম। এই সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পাবসস-এর আদলে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। গঠিত সমিতি সদস্যদের কাছে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার দায়িত্ব পালন করবে এবং নির্ধারিত হারে চাঁদা সংগ্রহ করে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ভার বহন করবে বলে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অগ্রনী সেচ উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত সফল একটি উদাহরণ। অগ্রনী পাবসস আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড হিসাবে তাদের ৩.৭২০ কি:মি: সেচ ক্যানেলের পাশ দিয়ে বিভিন্ন উন্নত জাতের আমের চারা রোপন করেছে। এই আম বিক্রি করে প্রতি বৎসর তারা বিপুল অর্থ আয় করে। অর্জিত আয়ের কিছু অংশ তার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমা করে এবং বাকী অংশ লভ্যাংশ হিসাবে সদস্যদের মধ্যে বন্টন করে।

সম্পাদক : মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স : ৯১৩২০৬১, ই-মেইল : se-iwrm@lged.gov.bd, Web : www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.bd